৩

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ২৮ APR 1998
পৃঃ ১ কলাম ৭

সংসদে বি· চৌধুরীর পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য

ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের উপর পুলিশের নির্যাতন তাদের খালি গায়ে বসিয়ে রাখা কোন সভ্য সমাজে কল্পনা করা যায় না

সংসদ রিপোর্টার ঃ পুলিশ ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের উপর যে নির্মম অত্যাচার, নির্যাতন করেছে, যেভাবে খালি গায়ে তাদের বসিয়ে রেখেছে, গ্রেফতার করেছে—তা পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজে কল্পনা করা যায় না। এই সরকার ফ্যাসিস্ট। গতকাল (সোমবার) জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী পয়েন্ট অব অর্ডারে এ কথা বলেন। এ সময় বিএনপি দলীয় সদস্যরা 'শেম শেম' বলে সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে থাকেন।

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

সংসদে বি, চৌধুরী

তখন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা একযোগে দাঁড়িয়ে জনাব চৌধুরীর বক্তব্যের বাধা দান করছিলেন। সংসদে ছিল উত্তেজনা, হৈ-চৈ, চিৎকার।

গত পরশু এবং গতকাল সকালের অধিবেশনে বিএনপি দলীয় সদস্যরা পয়েন্ট অব অর্ডার-এ দাঁড়িয়ে বহুবার স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। কিন্তু স্পীকার তাদের ফ্লোর দেননি। এই নিয়ে বিএনপি সংসদ থেকে ওয়াকআউটও করেছে।

গতকাল বিকেলে বিরোধী দলের উপনেতা প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে পয়েন্ট অব অর্ডার-এ ফ্লোর দেয়া হলে তিনি বলেন, এই সরকার বারবার সংবিধান লংঘন করছে। সংবিধানের ২৭, ৩২, ৩৭, ৩৮, ৩৯ অনুচ্ছেদ সরকার লংঘন করে যাচ্ছে। নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার, সংগঠন করার অধিকার, সভা-সমাবেশ করার অধিকার, সাংবিধানিকভাবে রয়েছে। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান, সকলের নিরাপত্তার হেফাজত করার কথা রাষ্ট্রের। কিন্তু বর্তমান সরকার সে অধিকার খর্ব করছে। শান্তিপূর্ণ সমাবেশ-সভায় বাধা দান করছে। আমরা আজ কি দেখতে পাচ্ছি? জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সংগঠন করার অধিকার আছে, সভা-সমাবেশ, মিছিল করার সাংবিধানিক অধিকার আছে। কিন্তু সরকারের পুলিশ বাহিনী, পুলিশের ছত্রছায়ায় সরকারের ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীরা ছাত্রদলের ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে বের করে দেয়। সভা-সমাবেশে হামলা চালায়, গ্রেফতার করে খালি গায়ে মাঠে বসিয়ে রাখে। এ বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা নজিরবিহীন। পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজে এটা চিন্তা করা যায় না।

তিনি বলেন, সরকার সংসদে বিরোধী দলকে কথা বলতে দেয় না। মাইক বন্ধ করে দেয়। আজ রেডিও বন্ধ করে দিয়েছে। "অন্ধ হলেই কি প্রলয় বন্ধ করা যায়?" প্রলয় বন্ধ হয় না- মাননীয় স্পীকার।

তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে "ছাত্রলীগের নেতা পার্থ গুলী করতে করতে (বাধা উপেক্ষা করে) এগিয়ে যায়।" এটা মন্ত্রীর কাগজ। দেখুন, অস্ত্র কারা ব্যবহার করেছে। বাধা সত্ত্বেও কারা গুলী করতে করতে এগিয়ে গেছে। জনাব চৌধুরী বলেন, এই সরকার ফ্যাসিস্ট সরকারে পরিণত হয়েছে। তারা ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে ফ্যাসিস্ট কায়দায় হামলা করিয়েছে- এজন্য জাতি তাদের ক্ষমা করবে না।

পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বলেন, বিরোধী দলীয় উপনেতার বক্তব্যে জাতি হতাশ। আমাদের প্রত্যাশা ছিল, উনি যে নৃশংস হত্যা হয়েছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করবেন। আসলে ঘটনার সূত্রপাত ২২ এপ্রিল। সেদিন জনৈকা ভর্তিচ্ছু ছাত্রীর ওড়না ধরে টান দিয়েছে ছাত্রদলের কামরুজ্জামান রিপন। এ নিয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। রতনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও রয়েছে। পরে উত্তেজনা নিরসনের জন্য ভিসি ছাত্রদল, ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন ২৩ এপ্রিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু সেদিন ছাত্রদল বাইরের ইঙ্গিতে বেপরোয়া বোমাবর্ষণ, এলোপাতাড়ি গুলীবর্ষণ করে। পার্থ, জুয়েল, জাহাঙ্গীর আহত হয়, পরে পার্থ মারা যায়। পুলিশের ড্রাইভারও আহত হয়েছে। পরে, পুলিশ ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত হল ঘেরাও করে অস্ত্র উদ্ধার করে। গতকাল ছাত্রদলের সমাবেশ ছিল। আমাদের কাছে খবর ছিল তারা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। এজন্য তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে, ৪০ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়। ৩৩ জনকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ছাত্রদল সভাপতি এ্যানিকে নিয়ে ওনাদের এত কথা। এ্যানি পার্থ হত্যার মূল আসামী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গ্রেফতারকৃতদের খালি গা করা হয়েছে অস্ত্র দেখার জন্য। পরে তাদের শার্ট পরতে বললেও তা তারা পরেনি। অবশ্য গতকাল গরমও ছিল।

বিরোধী দলীয় সদস্যরা এ সময় 'শেম', 'শেম' বলে ধিক্কার জানাতে থাকেন। মন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিরোধী দলের উদ্দেশে তিনি বলেন, বন্দুকের গুলী মেরে ক্ষমতার পরিবর্তন হবে না। নির্ধারিত ৫ বছরের আগে ক্ষমতা পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই।